হারিরি হত্যাকান্ড

তোপের মুখে সিরিয়া

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

বিশ্বজুড়ে সেদিন পালিত হলো ভালোবাসা দিবস। সে দিনই লেবাননের একদা রোমান্টিক রাজধানী বৈরুতে ঘটলো চরম হিংসার ঘটনা। আড়াইশ' কেজি বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে উড়ে গেল দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক আল হারিরির মোটরবহর। মারা পড়লেন হারিরিসহ জনা পনেরো। আহত কয়েকশ'।

পরের ঘটনাগুলো ঘটলো আরো দ্রুত। তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ লেবাননের বিরোধী দল এ ঘটনার জন্য দায়ী করলো প্রতিবেশী সিরিয়াকে। দাবি উঠলো লেবানন থেকে সিরীয় সৈন্য প্রত্যাহারের। জাতিসংঘ দাবি জানালো আন্তর্জাতিক তদন্তের। লেবাননের সমস্ত বিরোধী দল একাট্টা হয়ে সরকারের পদত্যাগ চেয়ে জমায়েত হলো রাজপথে। দু'সপ্তাহের মধ্যে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন প্রধানমন্ত্রী ওমর করিমি। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদও ঘোষণা দিলেন লেবানন থেকে সিরীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনার। কিন্তু হারিরি হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া এখানেই থেমে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। এর 'চেইন রিঅ্যাকশন' দেখা যাবে আরব বিশ্বজুড়ে।

ক্ষমতায় না থাকলেও হারিরি লেবাননে জনপ্রিয় ছিলেন সন্দেহ নেই। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে ঠিকাদারি ব্যবসার কল্যাণে পরিণত হয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম ধনী রাজনীতিবিদ। গৃহযুদ্ধপীড়িত লেবাননের পুনর্গঠনে তার অবদান সর্বজনবিদিত। এছাড়া লেবাননের রাজনীতিতে বংশ এবং গোষ্ঠীর যে প্রভাব রয়েছে, হারিরি ছিলেন তার বাইরে। সেক্যুলার সুন্নি হিসেবে সর্বমহলে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই হারিরির হত্যাকান্ড দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

দেশী-বিদেশী মহলের নিন্দা, সমালোচনা এবং হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্তের দাবির চেয়েও যে জোরালো দাবিটি উঠেছে তা হলো লেবানন থেকে সিরীয় সৈন্য প্রত্যাহার। ১৯৭৬ সালে লেবাননে গৃহযুদ্ধের সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশ করে প্রায় ৩০ হাজার সিরীয় সৈন্য। '৯০ সালে গৃহযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলেও ১৪ হাজার সৈন্য থেকে যায় দেশটিতে। লেবাননের গৃহযুদ্ধ অবসানে সিরীয় বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এদের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্লেষকরা বারবার অভিযোগ করেছেন, সিরিয়া লেবাননের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এবং সিরীয় সৈন্যবাহিনী বৈরুতের রাজনীতিতে কলকাঠি নাড়ছে। লেবাননেও সিরীয় বাহিনীর উপস্থিতির ব্যাপারে আপত্তি বাড়ছিল। বিরোধীদলগুলো প্রায় সময়ই সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিল। হারিরির মৃত্যুর পর পশ্চিমা প্রেসগুলো জানাতে থাকে, সিরীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য হারিরি বিরোধীদের নিয়ে জোট গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। যদিও ক্ষমতায় থাকাকালীন হারিরি সিরীয় সৈন্য সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগ নেননি।

হারিরি নিহত হবার পরক্ষণই সবার দৃষ্টি তাই সিরিয়ার ওপর গিয়ে পড়ে। অথচ এই হত্যাকান্ডের পেছনে দামেস্কের হাত আছে এমন অকাট্য প্রমাণ কেউ হাজির করতে পারেনি। লেবাননে সিরিয়ার সেনাবাহিনী থাকায় দামেস্ক যে সুবিধা ভোগ করছিল, অযথা একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে নিজেদের সেই অবস্থান কেন দুর্বল করবে তা বোধগম্য নয়। বরং মোহাম্মদ সিদ আহমেদের মতো অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, এই ঘটনার পেছনে মোসাদ কিংবা সিআইএ-এর হাত রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এই সম্ভাবনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে একতরফাভাবে সিরিয়ার কাঁধে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। সঙ্গে যোগ হয় সিরিয়া সমর্থিত কারিমি সরকারবিরোধী মহলের জোটবদ্ধ আন্দোলন।

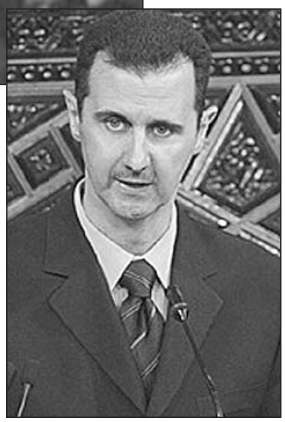

†cÖwm‡W›U Avmv` : Pv‡ci g‡L †NvlYv w`‡jb ^mb¨ cZ¨vnv‡ii

এ মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে একটি 'নিম্নচাপ' অবস্থান করছে। নিম্নচাপের কেন্দ্রে রয়েছে প্যালেস্টাইন। ফলে সেখানে আপাতত শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। আর নিম্নচাপ কেন্দ্রের বাইরে চলছে ঘূর্ণিঝড়। ইরাকের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সঙ্গে রয়েছে ইরানের পারমাণবিক সংকট। এখন যোগ হলো সিরিয়া- লেবানন বৈরিতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন থেকেই

সিরিয়াকে পাঁকে ফেলার পাঁয়তারা করে আসছে। হারিরি হত্যার দায় সিরিয়ার ওপর চাপিয়ে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য চাপটা তারাই বেশি দিচ্ছে।

কৌশলগত দিক থেকে লেবাননে সিরিয়া সেনাবাহিনীর অবস্থানটা দামেস্কের জন্য জরুরি ছিল। প্রথমত লেবাননের ইসরায়েলপন্থি খ্রিষ্টানদের দমিয়ে রাখতে এই সেনাবাহিনী কার্যকর ভূমিকা রাখছে। যদিও ১৯৭৬ সালে খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের পক্ষেই লেবাননে যুদ্ধ করেছিল সিরীয় সৈন্যরা। দ্বিতীয়ত, এই বাহিনীর মাধ্যমে সিরিয়ার ইসরায়েলের সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ ছিল। লেবানন থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের অন্যতম শর্ত হিসেবে দামেস্ক একটি ইসরায়েল-সিরিয়া শান্তিচুক্তির দাবি জানিয়ে আসছিল। সিরীয় সংসদে

†jevb‡bi iv¯—vq wmwiqvi †cwm‡W›U Avmv‡`i mg_‡b wgwQj

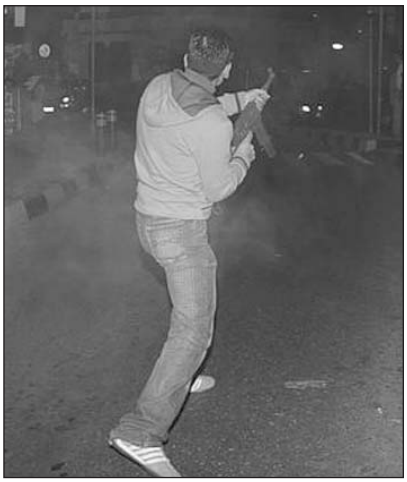

wmwiqv mg_K ¸wj Qo‡Q wL÷vb পল্লীর w`‡K

প্রেসিডেন্ট আসাদ অবশ্য পর্যায়ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, সিরিয়াকে একসঙ্গে সব সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে। এর অন্যথা হলে সিরিয়াকে তার মাশুল গুনতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, হারিরি হত্যাকাণ্ডের সমস্ত প্রতিক্রিয়া আবর্তিত হচ্ছে সিরিয়াকে ঘিরে। এমনকি আরব দেশগুলোও সহসা সিরিয়ার পক্ষ নিচ্ছে না। তারা চাইছে সিরীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নিক। ইসরায়েল-মার্কিন কৌশলগত চক্রান্ত বোঝা সত্ত্বেও তারা অসহায়। নিজেদের ঘাড় বাঁচাতে আরব দেশগুলো সিরিয়ার সাথে `iZ বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করছে।

একনজরে সিরিয়া-লেবানন m¤úK

সিরিয়া সব সময় দাবি করে এসেছে লেবানন 'বৃহত্তর সিরিয়া'র অংশ। লেবানন ছিল ওসমানিয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ফ্রান্স লেবাননকে পৃথক করলেও দেশটির ওপর সিরিয়ার প্রভাব বজায় থাকে।

১৯৭৬ সালে লেবাননে খ্রিষ্টান ও মুসলিম মিলিশিয়াদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হলে সিরিয়া ৩০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। প্রথমত খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের পক্ষ নিয়ে সিরীয় সৈন্যরা লড়াই করলেও পরবর্তীতে কয়েক দফা সমর্থন পরিবর্তন করে। ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে ইসরায়েলি আগ্রাসনের সময় এই বাহিনী ইসরায়েল ও তাদের মিত্র মেরোনিৎ ক্রিশ্চিয়ান ফোর্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৮৭ সালে লেবাননে শিয়া-সুন্নি লড়াই শুরু হলে পুনরায় হস্তক্ষেপ করে সিরীয় বাহিনী।

লেবাননে গৃহযুদ্ধ শেষ হবার প্রাক্কালে আরব লীগের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে স্বাক্ষরিত হয় 'তায়েফ চুক্তি'। এই চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়া ১৯৯২ সালের মধ্যে বৈরুত থেকে সৈন্য সরিয়ে মধ্য লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল এবং বেক্কা উপত্যকায় সরিয়ে নেবে। ২০০১ সালে সিরিয়া সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ সরিয়ে নেয়। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরেও কিছু সৈন্য প্রত্যাহার করে। সে সময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত ১৫৫৯ নং প্রস্তাব পাস করে।

কৌশলগত দিক থেকে লেবাননে সিরীয় বাহিনীর অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে দামেস্ক বৈরুতের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ছাড়া ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের সহায়তা করে আসছিল এই বাহিনী। সিরিয়া চেয়েছে বৈরুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের আগে ইসরায়েলের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তিতে উপনীত হতে। লেবানন ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে একটি বাফার হিসেবে কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই দেশটির রাজনীতিতে প্রভাব বজায় রাখার পক্ষে দামেস্ক।

প্রেসিডেন্ট আসাদ যদিও পর্যায়ক্রমে সৈন্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন, তিনি কোনো সময়সীমা বেঁধে দেননি। ফ্রান্স ও আমেরিকা আসাদের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

gvD›U †jevb‡bi evg`‡b wmixq ^mb¨